بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহ্ তাআলার জন্য। দুরুদ ও সালাম বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

মহান রাব্বুল আলামীনের অজুত নিয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি নিয়ামত হল 'ঈমান'। ঈমানের দাবী পুরণের মাধ্যমে এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় সম্ভব। ঈমানের দাবী হল, ঐক্যবদ্ধ ভাবে দ্বীনের পথে মানবতার কল্যাণে কাজ করে যাওয়া।

ঈমানের এই দাবী পূরণের লক্ষেই ১৯৯০ সালের ২১ জুলাই New York এ অবস্থিত Hofstra University তে প্রতিষ্ঠা লাভ করে "মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা" সংক্ষেপে মুনা।

যে সংগঠনটি ঈমানের এতবড় দাবী পুরণের ক্ষেত্র আমাদের জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছে। সেই সংগঠনটি সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরী। উক্ত সংগঠনের কর্মসূচী এবং যাবতীয় কাজকর্ম কুরআন-হাদীস সম্মত কিনা তাও জানা জরুরী।

এই প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে কুরআন-হাদীসের আলোকে "মুনা কী, কেন, কিভাবে" অর্থাৎ মুনার পরিচয়, কেন মুনা করা প্রয়োজন এবং মুনা কিভাবে কাজ করছে তা তুলে ধরা হয়েছে এ লেখাতে।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করুন এবং তারই পথে কবুল করুন। আমীন।

মুনা কী?

১. মুনা একটি দ্বীনি তথা ইসলামী সংগঠন:

আমেরিকায় রেজিস্ট্রিকৃত not for profit একটি সামাজিক ইসলামী সংগঠনের নাম হল মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা, সংক্ষেপে মুনা। এটি কোন সোসাইটি, সমিতি, সংঘ ও ক্লাব নয়। বরং এটি হলো দ্বীনের পতাকাবাহী একটি আদর্শ সংগঠন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন বা জীবন বিধান হল ইসলাম।" [সূরা (৩) আলি ইমরান:১৯]

﴿وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতি বা জীবন বিধান গ্রহণ করতে চায় তার সে পদ্ধতি কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা (৩) আলি ইমরান:৮৫]

কুরআন ও সুন্নাহকে সকল কার্যক্রম পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত সংগঠনের নাম হলো মুনা।

২. মুনা রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংগঠন:

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا﴾

“তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ্‌ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে।” [সূরা (৩৩) আল আহযাব:২১]

﴿وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ٭ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾

“রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌ কঠিন শাস্তিদাতা।” [সূরা (৫৯) আল হাশর:৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ " مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى ".

“আবূ হুরাইরাহ (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে। তারা বললেন, কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা আমার অবাধ্য হবে তারাই অস্বীকার করবে।” [সহীহ বুখারী:৭২৮০]

দুনিয়ার সামগ্রিক কল্যাণ ও শান্তি এবং আখেরাতের মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। তাই প্রিয় নবীজির আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যই মুনা কাজ করে যাচ্ছে। কারণ তিনিই একমাত্র আদর্শ নেতা। তাঁকে মেনেই জীবন গড়তে হবে। তাঁর আদর্শের মানদণ্ডে সাজাতে হবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশ কে।

৩. মুনা একটি তাকওয়া ভিত্তিক নৈতিক সংগঠন:

মুনা নীতিবান মানুষ তৈরীর কাজ করে যাচ্ছে। মুনা’তে সকল কিছুর মূল্যায়ন হয় তাকওয়া ও নৈতিকতার ভিত্তিতে। বস্তুগত দিক দিয়ে

নয়। এই সংগঠনে যোগ্যতার মানদন্ড হল আল্লাহ্ ভীতি। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী সম্মানিত, যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্কে ভয় করে" [সূরা (৪৯) আল হুজুরাত:১৩]

৪. মুনা একটি আখলাকী সংগঠন:

মুনা একটি চারিত্রিক ও চরিত্রমুখী সংগঠন। উক্ত সংগঠনটি আমাদের কে এমন একজন উত্তম মানুষ বানাতে চায় যাতে করে আমরা কথায় কাজে মিল রাখতে পারি। ঘরে-বাহিরে, মসজিদে-বাজারে, ব্যবসা-বণিজ্যে, কাজ-কারবারে, লেনদেনে, উঠাবসায়, ভিতরে-বাহিরে, সমাজের সকল অঙ্গনে, সমস্ত বিষয়ে, সবসময়ে উত্তম চরিত্রের অভিন্ন নমুনা পেশ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

" إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا ".

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যার চরিত্র সর্বোত্তম।" [সহীহ বুখারী:৩৫৫৯, মুসলিম:২৩২১, ২৪৬৪]

" أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا " .

"মুমিনদের মধ্যে সে ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন, যে তাদের মধ্যে চরিত্রের দিক দিয়ে সুন্দরতম।" [আবূ দাউদ: ৪৬৮২]

" مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ " .

"কিয়ামাত দিবসে মুমিনের দাড়িপাল্লায় সচ্চরিত্র ও সদাচারের চেয়ে বেশি ওজনের আর কোন জিনিস হবে না। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালা অশ্লীল ও কটুভাষীকে ঘৃণা করেন।" [সূনান আত তিরমিজী:২০০২]

৫. রবের জন্য নিবেদিত একটি সংগঠনের নাম মুনা:

কারোর প্রশংসা পাওয়ার জন্য নয়। নয় কোন পদ-পদবীর জন্য। বরং বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার সন্তুষ্টির

জন্যই এই সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

﴿قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

“বল, আমার নামায, আমার কুরবানী (যাবতীয় ‘ইবাদাত), আমার জীবন, আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই (নিবেদিত)।” [সূরা (৬) আল আনয়াম:১৬২]

মুনা কেন?

আমেরিকায় রয়েছে অসংখ্য সমিতি, সংঘ, সোসাইটি সহ নানা ধরণের সংগঠন। এত সংগঠন থাকা সত্ত্বেও মুনা করা প্রয়োজন কেন? কারণ হল:-

১. আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের জন্য:

কোন মুমিন ব্যক্তিকে একাকী জীবন যাপনের অনুমতি দেয়নি ইসলাম। কুরআন নিয়ে, ইসলামের প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

﴿وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا﴾

“তোমরা সংঘবদ্ধ ভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” [সূরা (৩) আলি ইমরান:১০৩]

২. ঈমানের দাবী পুরণের জন্য:

ঈমানের দাবী হল, ঐক্যবদ্ধ ভাবে দ্বীনের পথে মানবতার কল্যাণে কাজ করে যাওয়া। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ﴾

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য, তোমাদের কাজ হল, তোমরা মানুষদেরকে সত্যের পথে চলার আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে আর আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রক্ষা করে চলবে।" [সূরা (৩) আলি ইমরান:১১০]

৩. সিরাতুল মুস্তাকিম পাওয়ার জন্যঃ

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

﴿وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লা হকে সুদৃঢ় ভাবে গ্রহণ করে , নিশ্চয়ই সে সরল পথের দিকে পরিচালিত হবে।" **[**সূরা (৩) আলি ইমরান:১০১**]**

আল্লাহ্‌কে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার অর্থ হল, পথ নির্দেশনা ও জীবন যাপনের বিধান তাঁর কাছ থেকেই নেয়া। তাঁরই আনুগত্য করা, তাঁকেই ভয় করা। আশা-আকাংখা তাঁরই সাথে বিজড়িত করা। সাহায্যের জন্য তাঁরই কাছে হাত পাতা। তাঁরই সত্তার ওপর নির্ভর করে তাওয়াক্কুল ও আস্থার বুনিয়াদ গড়ে তোলা। তাহলে একজন ব্যক্তি সিরাতুল মুস্তাকিম পাবে।

৪. আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পাওয়ার জন্যঃ

নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় অটল হয়ে সংগ্রাম করে। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

﴿اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ﴾

"আল্লাহ্‌ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করে- যেন তারা সীসা-গলানো প্রাচীর।" [সূরা (৬১) আস সাফ:৪]

৫. দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করা সকল নবীদের সুন্নাতঃ

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَ عِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ﴾

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই বিধি-ব্যবস্থাই দিয়েছেন যার হুকুম তিনি দিয়েছিলেন নূহকে। আর সেই (বিধি ব্যবস্থাই) তোমাকে ওয়াহীর মাধ্যমে দিলাম যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে- তা এই যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত কর, আর তাতে বিভক্তি সৃষ্টি করো না" [সূরা (৪২) আশ শূরা:১৩]

৬. পরিপূর্ণভাবে ইসলাম মানার জন্যঃ

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হও, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" [সূরা (২) আল বাক্বারাহ:২০৮]

৭. প্রিয় নবীজির (সা:) আদেশ পালনের জন্যঃ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَنْ أَلْحَارِثَ الأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا

رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ " .

"আল-হারিস আল-আশআরী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) বলেছেন, আমিও তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলো প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন। কথা শুনবে, আনুগত্য করবে, জিহাদ করবে, হিজরাত করবে এবং জামায়াতবদ্ধ হয়ে থাকবে। যে লোক জামাআত হতে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হল সে ইসলামের বন্ধন তার ঘাড় হতে ফেলে দিল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে লোক জাহিলিয়াত আমলের রীতি-নীতির দিকে আহবান করে সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত।

জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! সে নামায আদায় করলেও, রোযা রাখলেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে নামায-রোযা করলেও। সুতরাং তোমরা সেই আল্লাহ্ তা'আলার ডাকেই নিজেদেরকে ডাকবে যিনি তোমাদেরকে মুসলিম, মু'মিন ও আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা নাম রেখেছেন।" [সূনান আত তিরমিজী:২৮৬৩]

৮. চির দুশমন শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য:

বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি শয়তানের শিকারে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ " .

"আবূ দারদা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, কোন জনপদে বা বনজঙ্গলে তিনজন লোক একত্রে বসবাস করা সত্ত্বেও তারা জামায়াতে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা না করলে তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে। অতএব তোমরা জামায়াতকে আকঁড়ে ধর। কারণ নেকড়ে (বাঘ) দলচ্যুত বকরীটিকেই খেয়ে থাকে।" [সুনান আবূ দাউদ:৫৪৭]

৯. জান্নাত লাভের আশায়:

ঈমানদার মানেই জান্নাতের প্রত্যাশী। সফল তারাই যারা জাহান্নাম থেকে বাঁচবে এবং জান্নাতে যেতে পারবে। মহা সুখের জান্নাত

পেতে হলে দ্বীনের পথে সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করা অত্যাবশ্যক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ

"যে জান্নাতে সর্বোত্তম জায়গা পেতে চায়, সে যেন সংগঠনকে আঁকড়ে ধরে।" [সূনান আত তিরমিজী:২১৬৫]

মুনা কিভাবে?

মুনা কিভাবে আমেরিকার জমিনে ইসলামের কাজ করে যাচ্ছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

এ সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনার মূলনীতি তথা Guiding Principle হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। আর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত, নৈতিক ও সামাজিক জীবনের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন।

মুনা এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পাঁচ দফা বাস্তব ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। পাঁচ দফা কর্মসূচী হল- (১) দাওয়াত (২) সংগঠন (৩) শিক্ষা (৪) সমাজসেবা (৫) পারস্পরিক সুসম্পর্ক। এই পাঁচ দফা কর্মসূচীর আলোকে মুনা তাদের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

প্রথম দফা কর্মসূচী: ইসলামী আদর্শ অনুশীলনের জন্য মুসলমানদের প্রতি আহবান এবং অমুসলিমদের নিকট ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরা।

আল্লাহ্ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন-

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

“হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তুমি (মানুষকে) তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান জানাও আর লোকেদের সাথে বিতর্ক কর এমন পন্থায় যা অতি উত্তম।” [সূরা (১৬) আন নাহল:১২৫]

ইসলামের দিকে আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে আহবান জানানো এটি সকল নবী-রাসুলগণের কর্মসূচী ছিল।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾

“প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর ইবাদাত কর আর তাগুতকে বর্জন কর।” [সূরা (১৬) আন নাহল:৩৬]

বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্‌র পথের একজন আহবানকারী উল্লেখ করে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۔ وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا﴾

“হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি (যুগে যুগে প্রেরিত নবী রসূলগণ যে তাঁদের উম্মাতের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দিয়েছেন- এ কথার) স্বাক্ষীস্বরূপ এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আর আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর পথে আহবানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।” [সূরা (৩৩) আল আহযাব:৪৫-৪৬]

প্রিয় নবীজি আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে ডাকতে গিয়ে শত নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, রক্তে রঞ্জিত হয়েছেন। দীর্ঘ তিন বছর ধরে বন্দী ছিলেন, নিজের জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছেন। তবুও এক মুহুর্তের জন্যও মানুষদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকা থেকে বিরত হন নি।

আসুন সেই নবীজির আদর্শকে বুকে ধারণ করে আমরাও বিশ্ববাসীকে আল্লাহ্র পথে আহবান জানিয়ে যাই।

মুনা মুসলিম নন মুসলিম নির্বিশেষে সকলকে ইসলামের দিকে ডাকতে গিয়ে নিম্নোক্ত কাজ গুলো আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

তাফসীর মাহফিল, সিরাতুননাবী (সা) মাহফিল, ইফতার মাহফিল, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভাসহ নানা ধরণের প্রোগ্রাম। সেই সাথে কুরআন, হাদীস, ইসলামী সাহিত্য সহ ইসলামের নানান বিষয় নিয়ে ফ্লাইয়ার, ব্রশিওর, বুকলেট বিলি বিতরণ করে থাকে।

অন্যান্য ধর্মাবম্বীদের মাঝে নানা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও ফ্লাইয়ার বিতরণ সহ ইন্টারফেইথ ডিনার আয়োজন করে তাদের মাঝে ইসলামের সৌন্দর্য্য তুলে ধরার চেষ্ঠা করা হয়।

সকল শ্রেণীর পেশার মানুষকে নিয়ে আয়োজিত ‘মুনা কনভেশন’ দাওয়াতী কাজে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে।

দ্বিতীয় দফা কর্মসূচী সংগঠন: নিজের ও সমাজের কল্যাণে দায়িত্ব পালন করতে আগ্রহী ব্যক্তিগণকে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করা।

দ্বীনের পথে একা একা কাজ করা সহজ নয়। মুনা তাই সমাজের কল্যাণকামী লোকদের সংগঠিত করে। তাদের মানোন্নয়ন ও চরিত্র গঠনের জন্য নানা কর্মসূচী গ্রহণ করে। যাতে তারা সত্যিকার ভাবে নিজেদেরকে আল্লাহ্র পথে একজন আহবানকারী বানাতে পারেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

“তোমাদের মধ্যে অবশ্যি এমন একদল লোক থাকা উচিত, যারা কল্যাণ ও সৎকর্মশীলতার দিকে মানুষকে আহবান করে, সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে এবং যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তারাই সফলকাম হবে।” [সূরা (৩) আলি ইমরান:১০৪]

এই সংগঠনের ভাই ও বোনেরা দ্বীনের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্বের এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেন। একে অপরের কল্যাণ কামনা করে। ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে দরদ দিয়ে তা সংশোধনের চেষ্টা করে।

ব্যক্তিগত রির্পোট ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ব্যক্তি তার চরিত্রকে উন্নত করার চেষ্টা করেন। অপরের নয় বরং নিজের সমালোচনা করে নিজেকে গঠন করেন।

এই সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত ভাই ও বোনেরা পদ পদবীর লোভে নয় বরং আখেরাতের জবাবদিহিতার ভয়ে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশায় কাজ করেন। সকলে জান্নাত লাভের আশায় কুরআনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য নিজের সময় ও অর্থ ব্যয় করেন। অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার মানসিকতা নিয়ে সংগঠনের অভ্যন্তরে গড়ে তুলেন কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ। ভালোবাসেন একে অপরকে আল্লাহ্‌র জন্য। একে অপরকে হকের পথে চলার উপদেশ দেন। একে অপরকে সবরের সাথে দ্বীনে পথে চলার সাহস যোগান।

তৃতীয় দফা কর্মসূচী প্রশিক্ষণঃ ইসলামী জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে জীবনকে উন্নত করার প্রচেষ্টা চালানো।

মুনা কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের প্রচার-প্রসার এবং সে আলোকে জীবনের পরিশুদ্ধতা অর্জন করে চরিত্র ও উন্নত জীবন গঠনের কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌পাক প্রথম যে ওহী পাঠিয়েছিলেন, সেখানে ছিল জ্ঞান অর্জন করার নির্দেশনা।

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ﴾

"বল- যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান? বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।" [সূরা (৩৯) আয যুমারঃ ৯]

﴿اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا﴾

"আল্লাহ্‌র বান্দাহদের মধ্যে তারাই তাঁকে ভয় করে যারা জ্ঞানী।" [সূরা (৩৫) ফাতির:২৮]

জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর উপর যেমনি ফরয তেমনি ইবাদাতও বটে। জ্ঞানের পথে চললে জান্নাতের পথটা সহজ হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ"

"যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের জন্য পথ চলে, আল্লাহ্‌ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন।" [সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৬৬০৮]

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾

"সেই সফলকাম হয়েছে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর সেই ব্যর্থ হয়েছে যে নিজেকে কলূষিত করেছে।" [সূরা (৯১) আশ শামস:৯-১০]

জীবনকে উন্নত করার জন্য মুনা বহুমুখী শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। যেমন: শিক্ষা বৈঠক, শিক্ষা শিবির, ষ্টাডি সার্কেল, দারসুল কুরআন, দারসুল হাদীস, সহীহ কুরআন তালিম, কিয়ামুল লাইল বা শববেদারী, সামষ্টিক পাঠ, আলোচনা চক্র, কুরআনের ভাষা শিক্ষা, পারিবারিক বৈঠক, ফ্যামিলি নাইট ইত্যাদি।

চতুর্থ দফা কর্মসূচী সমাজ সেবা: মানব সমাজের উন্নয়নে কল্যানমূলক কাজ করা।

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য, তোমাদের দায়িত্ব হলো; তোমরা

সৎকাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখবে।” [সূরা (৩) আলি ইমরান:১১০]

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

" لاَ يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ ".

“যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ্‌ তার প্রতি দয়া করেন না।” [সহীহ বুখারী:৭৩৭৬]

"وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ " .

“আল্লাহ্‌র কোন বান্দাহ যতক্ষণ তার কোন ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে, আল্লাহ্‌ তা'আলাও ততক্ষণ তাঁর সাহায্যে রত থাকেন।” [সূনান আত তিরমিজী:১৪২৫]

এই সংগঠনের সকল ভাই ও বোনেরা মানুষের সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। যেমন-

চাকুরী ও বাসস্থান পেতে সহায়তা করা, পেরেন্টিং এন্ড ফ্যামিলি কাউন্সিলিং করা, নেইবার হুড ক্লিনিং, অসহায়দের মধ্যে খাবার বিতরণ, মৃতব্যক্তিদের গোসল দাফন কাফনে সহায়তা করা, ব্যাক টু স্কুল প্রোগ্রাম, হেলথ সেমিনার সহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে থাকে। জাতীয় সমস্যা গুলোতে মুনা সবসময়ে সামর্থের আলোকে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। Covid 19 এর এই কঠিন মুহূর্তে মানুষের দরজায় রামাদ্বান ইফতার গিফট, যারা তাদের আপনজনকে হারিয়েছেন তাদের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি ঈদ গিফট পাঠানোর চেষ্টা করা হয়েছে। Covid 19 এর প্রায় পুরো সময়টা জুড়ে Food কার্যক্রম, জরুরী সহায়তা প্রদান, দাফন-কাফনে সহায়তা, আনএমপ্লয়মেন্ট ফাইলিং এবং সরকারী বেনিফিট পেতে সহায়তা করা হয়।

শান্তির জন্য প্রয়োজন জাস্টিস প্রতিষ্ঠা অথচ এই পৃথিবীতে চলছে কালোর উপর সাদার, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। সকল অত্যাচার নির্যাতন ও ইনজাস্টিসের মোকাবেলায় জাস্টিস প্রতিষ্ঠা করার শিক্ষা দেয় ইসলাম। সেজন্য মুনা সামর্থের আলোকে যে কোন ইনজাস্টিসের বিরুদ্ধে জাস্টিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভূমিকা রেখে আসছে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

﴿ اِعۡدِلُوۡا ۟ هُوَ اَقۡرَبُ لِلتَّقۡوٰی ﴾

"তোমরা ন্যায়বিচার কর, এটা তাক্বওয়ার নিকটবর্তী" [সূরা (৫) আল মায়েদাহ:৮]

পঞ্চম দফা কর্মসূচী পারস্পরিক সুসম্পর্ক: বিভিন্ন সংগঠন, ধর্মাবলম্বী, ভাষাভাষী ও প্রতিবেশীদের সাথে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো।

সকলের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

﴿وَ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشۡرِكُوۡا بِهٖ شَیۡـًٔا وَّ بِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا وَّ بِذِی الۡقُرۡبٰی وَ الۡیَتٰمٰی وَ الۡمَسٰكِیۡنِ وَ الۡجَارِ ذِی الۡقُرۡبٰی وَ الۡجَارِ الۡجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالۡجَنۡۢبِ وَ ابۡنِ السَّبِیۡلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتۡ اَیۡمَانُكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ مَنۡ كَانَ مُخۡتَالًا فَخُوۡرَا﴾

"তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না এবং মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের আয়ত্তাধীন দাস-দাসীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ঐ লোককে ভালবাসেন না, যে অহংকারী, দাম্ভিক। " [সূরা (৪) আন নিসা:৩৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুসলিমদের সাথে ভালো আচরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সাবধান! যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম কোনো ব্যক্তির উপর যুলম করবে বা তার প্রাপ্য কম দিবে কিংবা তাকে তার সামর্থের বাইরে কিছু করতে বাধ্য করবে অথবা তার সন্তুষ্টিমূলক সম্মতি ছাড়া তার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবে, তাহলে কেয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে, অমুসলিম নাগরিকের পক্ষে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করব।" [সুনান আবূ দাউদ:৩০৫২]

মুনা মুসলিম ননমুসলিম নির্বিশেষে সকলের সাথে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে ইমাম, আলেম ওলামা, মসজিদ, ইসলামী ও সামাজিক সংগঠন সমূহের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের সম্মানে প্রতি বছর ডিনারের আয়োজন করে থাকে। বিভিন্ন সময় মতবিনিময় সভা, ইফতার মাহফিল, ইন্টারফেইথ ডিনারের আয়োজন করে থাকে। সমাজের সকল মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে মুনা আয়োজন করে থাকে শিক্ষা সফর নামে আনন্দঘন প্রোগ্রাম। কমিউনিটির সাথে আরো নিবিড়ভাবে সম্পর্ক গড়তে মুনা প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে মসজিদ ও ইসলামী সেন্টার। এই সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে যেমনি ভাবে পারস্পরিক সুসম্পর্ক তৈরী হয়। তেমনি ভাবে ইসলামী সোনালী আদর্শের সাথেও পরিচিত করানো হয়। মুসলমানদের বৃহত্তর ঐক্য প্রচেষ্টায় মুনার ভূমিকা উল্লেখ করার মত। আমেরিকায় ইসলামী ও মুসলিম সংগঠন সমূহের ফেডারেশন USCMO এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলো মুনা এবং New York এ মজলিসে শূরা সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠন সমূহের সাথে মুনা সক্রিয় ভূমিকা রেখে আসছে।

এছাড়াও মুনা শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতীদের উপযোগী নানা ধরেণের কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। যেমনঃ লার্ন অ্যান্ড ফান, চিল্ড্রেন হালাকা, চিল্ড্রেন পেরেন্টস গেট টুগেদার, চিল্ড্রন ট্যালেন্ট শো, কুরআন রিসাইটেশন, ইসলামী সংগীত, বক্তৃতা, ক্যালিগ্রাফি সহ নানা ধরণের কম্পিটিশন আয়োজন করে থাকে। ইয়ুথ সামার ক্যাম্প, লিডারশীপ ক্যাম্প, এডুকেশন ক্যাম্প, ইয়ুথ কনফারেন্স, কুরআন হাদীস স্টাডি

প্রোগ্রাম, ইয়ুথ আউটিং, বারবিকিউ, স্পোর্টিং ইভেন্ট, স্পিচ কম্পিটিশন, মাদার ডটার ইভেন্ট, হাঙ্গার ভেন ইভেন্ট, সেলফ ডিফেন্স ক্লাস, গ্রেজুয়েশন সিরিমনি, হিজাব ওয়ার্কশপ ডে, হেনা নাইট সহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় কর্মসূচী পালন করে যাচ্ছে। মুনা বিভিন্ন সেন্টার গুলোতে উইকেন্ড ইসলামিক স্কুলের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদেরকে ইসলামী শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। এই ময়দান উপযোগী আগামী দিনের ইমাম ও লিডার তৈরী করা জন্য মুনা কোরআন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করছে।

এক কথায় মুনা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ গঠনসহ আমাদের শিশু-কিশোরদেরকে যোগ্য, দক্ষ্য, ভালো সন্তান, ভালো মুসলিম, ভালো সিটিজেন তৈরীর অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তাই আসুন, আপনিও আমাদের সাথে শরীক হউন। আমরা সকলে হাতে হাত রেখে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও আখেরাতে নাজাতের জন্য কাজ করি। মানুষের কাছে ইসলামের সুমহান আদর্শের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেই। আল্লাহ্‌ আমাদের সকলকে তাঁর দ্বীনের পথে কবুল করুন। আমীন।

Muslim Ummah of North America (MUNA)
মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)
P.O.Box 80085 Brooklyn, NY 11208, Tel: 718-277-7900, Fax: 718-277-7901
www. MuslimUmmah.org